আজকের কাগজ

13

তারিখ ... 06 MAR 1996 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩

লাইব্রেরী ও বই ঃ বিচিত্র অনুভব

কেউ যদি জানতে চায় আমার প্রিয় বস্তু কোনটি? তবে আমি বলবো লাইব্রেরী। আমার একান্ত প্রিয় অনুভব লাইব্রেরী। আর লাইব্রেরীর বইগুলো হচ্ছে আমার অস্তিত্ব, আমার প্রাণ।

সেই যে ক্লাস সিক্স থেকে সেবার মাসুদ রানা, সিরিজ পড়ে বইয়ের জগতে পা দিয়েছিলাম, আজ বিএ পড়ছি তবুও বই পড়া বন্ধ করিনি। হাতের কাছে যে ধরনের বই পাই, তাই পড়ি। যার ফলে এখনও প্রিয় কোন লেখক ঠিক করিনি। সেক্সপিয়ার, ভলেভার্ন, কাজী আনোয়ার হোসেন, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, ম্যাক্সিম গোর্কি, হুমায়ূন, মিলন, শংকর, সুনীল কাউকে বাদ দেই না। সবাই আমার পৃথিবীর সব লেখকই আমার প্রিয় লেখক।

যখন বিভাগীয় পাবলিক লাইব্রেরীতে বই পড়তে যাই, তখন নিদারুণ এক পুলকে আমি আত্মহারা হয়ে যাই। এ কেমন পুলক আমি বুঝি না। একটি বই নিয়ে যখন টেবিলে বসি মনে হয় তাকে ঐ বইগুলোর মত আমিও একটা বই। বোবা হয়ে তাকের এক লক্ষ বইয়ের মধ্যে আমিও শোভা হয়ে আছি।

শব্দহীন এক জগত লাইব্রেরী। কত মানুষ চুপচাপ ডুবে আছে বইয়ের মধ্যে। বইয়ের কালো অক্ষরগুলো মিলে কি যেন সৃষ্টি করছে মগজে। আর তাতেই আনন্দ। গাঁজার নেশার মত। তবে ক্ষতিকারক নয়। কেননা ঐ কালো অক্ষরগুলোর মধ্যেই যে নিহিত পৃথিবীর সমস্ত জ্ঞান। মনের পর্দায় সেগুলোকে দৃশ্যমান ছবি করে নিলেই হয়। আমিও তাই করার চেষ্টা করি।

এবার লাইব্রেরীর বইয়ের গন্ধের কথায় আসি। গন্ধের প্রসঙ্গ আনলাম এই কারণে যে, লাইব্রেরীতে বেশীরভাগ পুরনো বই থাকে। আর এই পুরনো বই থেকে এমন এক সুগন্ধ নাকে এসে লাগে যার ফলে যে কোন মানুষ কঠিন কোন রোগ থেকে মুক্তি পেতে পারে। তবে আশ্চর্যের কথা এই সুগন্ধের কোনো নাম গন্ধ বিজ্ঞানীরা দিতে পারেনি। বিজ্ঞানীদের ব্যর্থতা আমাকে রাগান্বিত করেছে। তাই আমি গন্ধের নাম সৃষ্টিতে তৎপর হয়ে উঠলাম। অনেক চেষ্টা করে আবিষ্কার করেছি একটা নাম। মধ্যযুগের রাজা-বাদশাহদের ব্যবহৃত সুগন্ধীর সাথে এর সামান্য মিল আছে। তাই আমি এর নাম দিতে পারি রাজকীয় গন্ধ অথবা রাজকীয় ঘ্রাণ। যা গোলাপ শিউলিকেও হার মানায়।

এবার আসি উই পোকার কথায়। উই পোকা আমার চির শত্রু। কেননা তারা আমার প্রাণ বইকে ধ্বংস করার কাজে সর্বদা লিপ্ত থাকে। বইয়ের কালো অক্ষরগুলো যখন অস্তিত্বহীন হয় তখন আমিও লীন হয়ে যাই ভূপৃষ্ঠ থেকে। তাই আমি সর্বদা উই পোকাদের অভিশাপ দেই।

আমার অনেক মানুষ বন্ধু ছিলো। কিন্তু সবাই আমার সাথে প্রতারণা করেছে। কেউ টাকা নিয়ে ফেরত দেয়নি। কেউ কাড়া করে আন্ধা মতো আমাকে বিট দিয়েছে। কিন্তু বইয়ের ক্ষেত্রে এমন এখনও হয়নি। তাই আমি বই বন্ধুকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসি। মা-বাবা, শিক্ষকদের পরই। মানব বন্ধুদের এড়িয়ে চলি। কিন্তু বই বন্ধুর জন্যে ছয় ঘন্টা লাইব্রেরীতে পড়ে থাকি।

বন্ধু আগ্রহ স্বীকার করে লাইব্রেরীতে যেতে হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে অকারণে লাইব্রেরী বন্ধ থাকে। তখন আমার খুব খারাপ লাগে। সুইসাইডের কথা মনে পড়ে। মার্ক টোয়েনের মতো ধার আর চুরি করে লাইব্রেরী গড়া আমাদের দেশে সম্ভব নয়। কারণ আমাদের দেশে অল্প মানুষই বই পড়ে। আর বই ধার দেয়ার মানুষিকতা আমাদের দেশে নেই। তাই বিভিন্ন স্থানে সরকারি বেসরকারি ফ্রি লাইব্রেরীতে আমাকে যেতে হয়। কিন্তু সে লাইব্রেরী যদি বন্ধ থাকে তবে আমার মত বইয়ের কৃমীর বেঁচে থাকাটা যে অসম্ভব। যদিও আমি বই রোগ থেকে মুক্তি পেতে চাই না। তাই লাইব্রেরী যেন কখনও বন্ধ না থাকে এর জন্যে সর্বদা আমি প্রার্থনা করি। (যারা লাইব্রেরী পরিচালনা করেন তারা কানে কানে শুনুন। আমি একজন প্রভাবশালী লোক। তা কখনও লাইব্রেরী বন্ধ রাখবেন না। ক্ষতি হতে পারে)।

❑ মোস্তফা কামাল
জি-১৪, প্লাটিনাম আবাসিক এলাকা
খালিশপুর
খুলনা।